'গোরা'র মত 'ঘরে বাইরে'তে অনেক সামাজিক তথ্যের আলোচনা আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা মৌলিক। উভয় উপন্যাসে যে তর্ক আলোচনা আছে শুধু আলোচনা হিসাবে তাহার মূল্য খুব বেশী নয়। খুব বেশী হইবার কোন কারণও নাই; কারণ যে সমস্ত প্রশ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইলে উপন্যাস বিশ্বকোষ হইয়া পড়িত এবং তাহার আখ্যানভাগ চাপা পড়িয়া যাইত। তর্কমূলক উপন্যাসে তর্কের সাধারণতঃ যতটুকু মূল্য থাকে এই দুই গ্রন্থের তর্কের তাহাও নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টি, আলোচনা নয়। তাই যে আলোচনার সমাবেশ করা হইয়াছে, আলোচনার দিক দিয়া তাহা কোথাও গভীর হয় নাই। বিলাতী বর্জ্জন করা উচিত কিনা, বয়কটের সঙ্গে স্বদেশীর সংযোগ আছে কিনা, স্বদেশীতে জুলুম চলিবে কিনা, এই সব প্রশ্নের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। ইতিহাসে ইহার নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত আছে। Protection ও Free Trade অর্থনীতির কূট প্রশ্ন; নিখিলেশ ও সন্দীপের আলোচনায় তর্ক অপেক্ষা উপমার স্থান বেশী। 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা'তে যে আলোচনা আছে, তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, উপন্যাসের তাহাতে কিছু যায় আসে না; কারণ কোন সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা এই সকল উপন্যাসের মুখ্য বিষয় নহে।

কিন্তু যদিও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে একই রকমের স্থান পাইয়াছে, তবুও উপন্যাস হিসাবে ইহারা একজাতীয় নহে। গোরা প্রধানতঃ উপখ্যানমূলক উপন্যাস; কোনও বিশেষ বিশেষ লোক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নানারূপ কাজ করিয়াছে, কবি বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে সূত্র দিয়া গাঁথিয়াছেন। 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে

Scanned with CamScanner

রো অন্য রকমের। ইহাদের উপাখ্যান গৌণ; মুখ্য হইতেছে একটি বিশেষ
গর ও একটি বিশেষ তত্ত্ব। নিখিল বিমলাকে পাইয়াছিল 'ঘরে'র মধ্যে
পারিবারিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে সে 'বাহিরে'র জগতে তাহার এই অধি-
কারকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছে। ইহাই 'ঘরে-বাইরে'র অন্যতম
মূল বিষয়। এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে
একটি বৃহত্তর নৈতিক সংঘর্ষ এবং স্বদেশী যুগের বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলন
এই নৈতিক সংঘর্ষের অঙ্গীভূত হইয়াছে! প্রথম বিষয়টির পরিকল্পনায়
নতুনত্ব থাকিলেও আর্টের দিক দিয়া ইহা পরিণতি ও সার্থকতা লাভ
করিতে পারে নাই। বাহিরের জগতে আসিয়া বিমলা সন্দীপের প্রতি
আকৃষ্ট হইল, কিন্তু সন্দীপের মধ্যে খানিকটা মোহবিস্তারের শক্তি থাকিলেও
তাহার হীনতা সহজেই চোখে পড়ে এবং কোনমতেই তাহাকে নিখিলেশের
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায় না। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন,
"অবৈধ প্রেমকে হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া বৈধ প্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণ করা
সহজ। মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবে ধরিলে বিচার এত সহজ হইত না।"

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে গোড়াতেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উপন্যাসের
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'ঘরে বাইরে'র নায়ক সন্দীপ স্বদেশী
যুগের নেতা। তাই অনেক মনে করিয়াছেন যে, এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ
স্বদেশীর প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং স্যর যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন যে,
সন্দীপের চরিত্রে কবি অরবিন্দের স্বাদেশিকতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এই
উপন্যাসের আখ্যানভাগে স্বদেশীযুগের কথা আছে; কিন্তু ইহা স্বাদেশিকতার
উপাখ্যান নহে। সন্দীপের কর্মক্ষেত্র ১৯০৫ সনের বাংলা, কিন্তু তাহার মনটি
নিট্‌শে-দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত য়ুরোপের মন। বাঙ্গলার স্বদেশীতে আনন্দ-
মঠ ছিল, গীতা ছিল, বোমা ছিল, কিন্তু নিট্‌শে ছিল বলিয়া মনে হয় না।
সুতরাং সন্দীপের কাহিনীতে স্বদেশীর ইতিহাস খুঁজিতে গেলে স্বদেশীর প্রতি
অবিচার করা হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ অনন্ত ও অসীমের সন্ধানী। যাহা শুধু পৃথিবীর, যাহা শুধু
প্রয়োজনের উপকরণ হইয়াই নিজেকে সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করিয়াছে, তাহাকে
তিনি স্বীকার করেন নাই। সন্দীপের চরিত্রে তিনি য়ুরোপীয় জড়বাদ
(Materialism) ও বস্তুতান্ত্রিকতা (Realism)-র উপর বিদ্রূপ করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

তাঁহার চিত্র পক্ষপাতদোষশূন্য এমন কথা বলা যায় না; কারণ জড়বাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা অন্যায়ের অহ'ণা করে না এবং নিট্‌শের শক্তিপূজার বঙ্গে য়ুরোপীয় বস্তুতান্ত্রিকতার সংযোগ খুব নিবিড় নহে। অবশ্য এই পক্ষপাত কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নহে। গল্পের চরিত্র শুধু একটা তত্ত্ব নহে; সে মানুষ। সে কোন বিশেষ মতবাদের প্রতীক হইল কিনা তাহা বিচার্য্য নহে; দেখিতে হইবে তাহার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা। সন্দীপ জীবন্ত মানুষ; তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক বাক্যে প্রাণবান্ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে লোভ করে, কারণ সে লাভ করিতে চায়। সে যাহা চায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই চায়, কোন লুকোচুরি করে না; আবার প্রয়োজন হইলে যদি লুকোচুরি করিতে না পারে তাহাকেও অক্ষমণীয় অপরাধ বলিয়া মনে করে। সে বস্তুতান্ত্রিক; তাই ন্যায়-অন্যায়-বোধের কোন মূল্য তাহার কাছে নাই। যাহা সে লাভ করে, তাহাই তাহার প্রাপ্য এবং তাহা যে-কোন উপায়ে পাওয়াই তাহার পক্ষে ন্যায্য। স্বদেশীর মূল মন্ত্র হইতেছে স্বার্থত্যাগ; তাই সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশীর কোন সত্যিকার সংযোগ নাই। কিন্তু তবুও স্বদেশীকে সে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ সে ক্ষমতা-লোভী; নিজেকে অপরের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার লিপ্সা চরিতার্থ করিবার সহজ উপায় সে দেখিয়াছে স্বদেশী নেতার জীবনে। স্বদেশীর মোহমন্ত্র দিয়া সে অমূল্যর মত ছেলেকে জয় করিয়াছে এবং বিমলার মত রমণীকে বশ করিয়াছে। বিমলার প্রতি তাহার যে আকাঙ্খা তাহা রমণীদেহের প্রতি পুরুষের লোভ; ইহার মধ্যে মহত্তর কোন প্রবৃত্তির সংস্পর্শ নাই। কিন্তু স্বদেশীর বুলির সাহায্যেই এই রমণীকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। স্বদেশীর সঙ্গে তাহার অন্তরের সংস্রব না থাকিলেও স্বদেশীতে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু এই যে অবিমিশ্র লোভ-চর্চা ইহার একটা সীমা আছে। ইহা যে শুধু সুস্থ নয় তাহা নহে; ইহা স্বাভাবিকও নয়। কোন মানুষের ধর্ম্মই ইহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে পারে না। তাই বিমলা ধরা দিতে আসিলেও সন্দীপ শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। তাহার আদর্শ নায়ক রাবণেরও এই সঙ্কোচ ছিল; তাই সীতাকে সে অন্তঃপুরে না পুরিয়া অশোক বনে রাখিয়াছিল। সন্দীপও বারবার এই 'কিন্তু'র কাছে পরাজিত হইয়াছে। ইহার জন্য সে

Scanned with CamScanner

বিমলাকে পাইয়াও পায় নাই, অপকর্ম্ম করিয়া অবসাদ অনুভব করিয়াছে, টাকা অপহরণ করিয়াও ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সন্দীপের জীবনের চরম দৈববিদ্রূপ এইখানে নয়। বস্তুর উপাসনা করিলেও, বস্তুকে সে ঠিক চিনে না। তাহার ধারণা তাহার ক্ষমতা বিশ্ববিজয়ী; সবাই তাহার পদানত হইবে, যা কিছু বাধা আসিবে নিজের মনের 'কিন্তু' হইতে। সে জানিত না যে, তাহার শক্তি বজ্রহীন বিদ্যুতের মত। সে ক্ষণিকের জন্য মোহ জন্মায়; তাহার পরই অন্ধকার। শুধু লোভ ও অপহরণ করিবার শক্তি যে পূজা করিয়াছে, তাহার শক্তি দুর্ব্বলতারই নামান্তর মাত্র। তাই কিছুদিন পরেই বিমলার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। ইহার জন্য সন্দীপ প্রস্তুত ছিল না; যাহাকে সে মুঠার মধ্যে পাইয়াছে সে যে তাহারই বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারে ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার অর্থগৃধ্নুতা দেখিয়া ও অমূল্যের সংস্পর্কে আসিয়া বিমলা জানিতে পারিল সন্দীপের চরিত্রের দুর্ব্বলতা কত বড় ও তাহাদের সম্পর্কের কুশ্রীতা কত বেশী। অমূল্য ও মেজরাণী উপন্যাসে খুব মুখ্য; মেজরাণীর সস্নেহ কটাক্ষ ও অমূল্যের নিঃস্বার্থ প্রীতি বিমলাকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, সন্দীপের সংসর্গ কত কদর্য্য। অথচ সন্দীপ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহার ভিতরকার দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে, তখনও সে নিজের আসন বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, শুধু আস্ফালনের সাহায্যে, শুধু জোরের দ্বারা। কিন্তু তাহার তো কোন সত্যিকার শক্তি নাই; মোহের আবরণ যখন একবার খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে আর রক্ষা করা যায় না। বিমলা ও অমূল্য উভয়েই বুঝিয়াছে যে, তাহার ক্ষমতা কত মেকী। চন্দ্রনাথ-বাবু সন্দীপকে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, সন্দীপ অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্র। সন্দীপ নিজে এই প্রশংসা-বাক্যে খুশি হইত। অমূল্য ও বিমলা সন্দীপের সঙ্গে অন্তরতর সংযোগে আসিয়াছিল; তাহারা জানে সন্দীপ শুধু গ্রহণের রাহু; তাহার একমাত্র শক্তি নষ্ট করিবার, তাহাও ক্ষণিকের জন্য।

সন্দীপের জীবনের যে পরিণতি দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা দৈব-বিদ্রূপ আছে। যখন সে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল, তখনই যে সে পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছিল তাহা সে বুঝে নাই। এই জানা ও না-

Scanned with CamScanner

জানার লুকোচুরি সন্দীপের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিমলার আখ্যায়িকায় কিন্তু এই মাধুর্য্য নাই। বিমলাকে কবি এত সচেতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার চিত্তস্খলনের মধ্যে অণুমাত্র রহস্য নাই। বিমলার আত্মকথা দিয়া উপন্যাস সুরু হইয়াছে; সেই আত্মকথা দেখিয়া মনে হয় উহা কাহিনীর অবসানে রচিত;—অর্থাৎ যখন সব ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তখন বিমলা অতীত কাহিনীর ছিন্ন সূত্র যোজনা করিতে মন দিয়াছে। বিমলার মন এখন স্বচ্ছ, যে অনিবার্য্য প্রেরণায় সে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই না; তাহার একটা প্রতিধ্বনি রহিয়াছে মাত্র *। নন্‌কু দারোয়ানকে লইয়া যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাকে বিমলার আত্মবিস্মৃতির একটি চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার বর্ণনা পাই সন্দীপের 'আত্মকথা'য়, বিমলার নহে। বিমলা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু যখন সে জীবনের কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন মায়ার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। তাহার আত্মবিস্মৃতির আর একটি চরম দৃষ্টান্ত সন্দীপ দিয়াছে—যেদিন সে সন্দীপকে 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে সুরু করিয়াছিল, যেদিন সন্দীপের পায়ে ধরিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল ও তাহার সমস্ত গহনা-সোনামাণিক সন্দীপকে দিতে চাহিয়াছিল। ইহা এত খাপছাড়া ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, সন্দীপ ইহাকে হিপ্‌নটিজ্‌ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। হিপ্‌নটিজ্‌ম ম্যাজিকে খাপ খায়, আর্টে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিমলাকে আরও একটু কম সচেতন করিলে আর্টের দিক্ দিয়া সে পরিণতি লাভ করিত।

উপন্যাসের অন্যতম নায়ক নিখিলেশের কথা বিচার করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতে হইবে। নিখিলেশ অনেকটা 'গোরা'র পরেশবাবুর জাতীয় লোক;—অর্থাৎ সে ভয়ঙ্কর ভাবে আদর্শ মানুষ। আদর্শ মানব কথা বলে ভাল, কিন্তু মানুষ তো ভাল কথার গ্রামোফোন নয়; তাই এই সকল ভাল মানুষেরা হয় একান্তভাবে অসার। নিখিলেশের কথা সন্দীপের চেয়ে ভাল,

* বিমলা নিজেই বলিয়াছে, "মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে; কিন্তু আমার আর একটা বুদ্ধি ভোলে।" বিমলার প্রথম বুদ্ধিটা প্রথম হইতেই এত সজাগ যে, দ্বিতীয় বুদ্ধিটা যে কি করিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

Scanned with CamScanner

কিন্তু সে নিজে সন্দীপের অপেক্ষা নির্জীব। অবশ্য একথা মানিতে হইবেই যে, নিখিলেশ পরেশবাবুর চেয়ে অনেকটা প্রাণবান্। সে প্রণয়ী, সে কবি। স্ত্রীকে সে যে বাহিরে আনিয়াছিল, সে শুধু একটা ফাঁকা আদর্শের অনুসরণে নহে, বাহিরে তাহাকে আরও বেশী করিয়া পাইবে এই আকাঙ্ক্ষায়ই। স্ত্রীকে হারাইয়া সে চীৎকার করে নাই, ওথেলোর মত স্ত্রীকে হত্যা করে নাই, অথবা কান্‌ডিডার স্বামী মরেলের মত স্ত্রীকে আপন প্রেয় বাছিয়া লইতে বলে নাই। তাহার প্রণয়ী চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে, এই ব্যথাকে সে প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া ইহা বেশী করিয়া পীড়া দিয়াছে এবং তাহার কবিচিত্তে গান জাগিয়াছে :

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

তাহার এই অনুভূতিশীল চিত্তই মেজরাণীর হৃদয়ের গোপন রসটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তাহার এই অনুভূতিপরায়ণতাই সজীব, আর যা কিছু তাহা শুধু ভাল কথার ঝুড়ি।

Scanned with CamScanner